মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি
গুলফেশাঁ প্লাজা (৭ম তলা)
৮ শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক
বড় মগবাজার, রমনা
ঢাকা-১২১৭।

এমআরএ/সার্কুলার লেটার নং-রেগু-৩৩

তারিখ: ২৬ কার্তিক ১৪২২ বাংলা
১০ নভেম্বর ২০১৫ ইংরেজী

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
সকল সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান

ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহের ঝুঁকি নিরসনে তহবিলের উৎসের সাথে ঋণস্থিতি ও স্থায়ী সম্পদের সংশ্লিষ্টতা প্রসংগে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামোক্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের আমানত, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ঋণ/কর্জ, প্রতিষ্ঠানের ক্রমপুঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত তহবিল ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ এ নিম্নোল্লিখিত বিধি-বিধান রয়েছে :-

১. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩২(৩) অনুযায়ী কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত খাত ব্যতীত অন্য কোন খাতে আমানত ব্যবহার বা বিনিয়োগ করতে পারবে না;

২. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০ এর বিধি ৩৫ অনুযায়ী কোন ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান তার আমানতের অর্থ দ্বারা স্থাবর বা অস্থাবর সম্পদ ক্রয় এবং কোন ধরনের ব্যয় করবে না;

৩. একই বিধিমালার বিধি ৩৪(৬) অনুযায়ী তারল্য সঞ্চিতি সংরক্ষণ করার পর আমানতের অবশিষ্ট অংশ কেবলমাত্র ক্ষুদ্রঋণ পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ করা যাবে;

৪. একই বিধিমালার বিধি ২১(খ) অনুযায়ী সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ জমা প্রদানের পর উদ্বৃত্ত তহবিলের অবশিষ্ট অংশ ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে ব্যবহার করা যাবে;

৫. একই বিধিমালার বিধি ১৯(১) অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের তহবিলের অর্থ আইন ও বিধি অনুসারে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার কাজ এবং নির্ধারিত খাত ব্যতীত অন্য কোন খাতে ব্যবহার করা যাবে না;

৬. উক্ত আইনের ধারা ২৩(ক) অনুযায়ী অর্থায়নকারী সংস্থা হতে গৃহীত ঋণ বা অনুদান অঙ্গীকারাবদ্ধ খাত ও উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন খাত বা উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না; এবং

৭. উক্ত বিধিমালার বিধি ২২(১) অনুযায়ী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান উহার মোট সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থায়ী সম্পত্তি অর্জন করতে পারবে।

উপরোল্লিখিত বিধি-বিধানের আলোকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের দায়-দেনা ও সম্পদের বিষয়ে একটি অভিন্ন নীতি অনুসরণ তথা প্রতিষ্ঠানগুলোর ঝুঁকি নিরসনে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করা হলো:-

(ক) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমপুঞ্জিভূত উদ্বৃত্ত তহবিলের ৩৫% এর বেশি স্থায়ী সম্পদ অর্জন করতে পারবে না এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে এর চেয়ে অধিক সম্পদ বিদ্যমান রয়েছে সে সকল প্রতিষ্ঠান আগামী ০১ বছরের মধ্যে তা সমন্বয় করবে; এবং

(খ) ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত গ্রাহকের সঞ্চয়ের ৮৫%, প্রতিষ্ঠানের ক্রমপুঞ্জিভূত উদ্বৃত্তের ৫০% এবং ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উৎস হতে গৃহীত ঋণ/কর্জের সম্পূর্ণ অংশ এ তিনের যোগফলের ন্যূনতম ৯০% মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি হিসেবে রাখতে হবে।

উল্লেখ্য, মূলধনী অনুদান, ঋণক্ষতি সঞ্চিতি, ঝুঁকি/কল্যাণ তহবিলসহ অন্যান্য তহবিলের ব্যবহার নির্ধারিত খাত অনুযায়ী নিশ্চিত করতে হবে যা নির্দেশনা 'খ' এর বহির্ভূত মর্মে বিবেচিত হবে।

বিষয়টি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ সাজ্জাদ হোসেন)
পরিচালক
ফোনঃ-৮৩৩২৬৭৭।

অনুলিপি নং- ৫৩.০১.০০০০.০০৯.০১.০০৩.২০১৫- ১৫৫২(৬৯০)

তারিখ: ঐ

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :-

১. মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।
৪. রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস, ঢাকা।
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোহাম্মদ ইয়াকুব হোসেন)
উপ-পরিচালক
ফোন: ৮৩১৫৭৯৯।